যুগান্তর

তারিখ … 14 JAN 2015
পৃষ্ঠা … ৪ … কলাম … ৭ ……

শিক্ষকরা কেন মার খায়?

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হল ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির সূতিকাগার। এখান থেকেই বের হবে জাতির ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে, এটাই জাতির প্রত্যাশা। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় যে নোংরা শিক্ষক ও ছাত্ররাজনীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, এ আশায় এখন গুড়েবালি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন সন্ত্রাসী তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে। এখন শিক্ষার্থীরা স্কুল-কলেজে ভালো থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে হয়ে যায় মাস্তান। তবে এজন্য শুধু যে শিক্ষার্থীরাই দায়ী তা বলা যায় না, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, নোংরা রাজনীতি, শিক্ষকদের স্বার্থবাদী কর্মকাণ্ডও অনেকাংশে দায়ী। সম্প্রতি রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর এসিড নিক্ষেপ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার যে ঘটনা ঘটে, তা ক্যাম্পাসে অপরাজনীতির সর্বশেষ উদাহরণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা বিভিন্ন দাবি নিয়ে নানা সময় আন্দোলন করে থাকে। এর পূর্বে জাহাঙ্গীরনগর এবং বুয়েট ছাত্র-শিক্ষকদের আন্দোলনে প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। সেখানে শিক্ষকরা একে অপরের বিরুদ্ধে হাতাহাতি পর্যন্ত করেছিল। এতদিন জানতাম, শিক্ষকরা পড়া আদায় করে নেয়ার জন্য ছাত্রদের বেত্রাঘাত করতেন (আমি নিজেও অনেক মার খেয়েছি শিক্ষকদের হাতে)। কিন্তু এখন দেখছি, দিন বদলে গেছে। এখন শিক্ষকরা মার খায় ছাত্রদের হাতে, তাও আবার দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয়। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দরজা ভেঙে যেভাবে শিক্ষকদের হেনস্থা করেছে ছাত্রলীগ, তাতে আমার মনে হচ্ছে, শিক্ষকদের হাতে ছাত্রদের মার খাওয়ার দিন শেষ। এবার ছাত্রদের হাতে শিক্ষকদের মার খাওয়ার পালা শুরু।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষকদের নৈতিক অবক্ষয় এবং স্বার্থবাদী চিন্তা-ভাবনার জন্যই আজ তারা তাদের প্রাপ্য মর্যাদা হারিয়ে ফেলছেন। শিক্ষকদের এখন এতটাই নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে, তারা ছাত্রদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানোর জন্য মদদ দিচ্ছেন। এছাড়া আজকাল প্রায়ই চোখে পড়ে শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্রীর শ্লীলতাহানির খবর। এ অবস্থা চলতে থাকলে অভিভাবকরা শিক্ষকদের ওপর ভরসা রাখবেন কীভাবে? শিক্ষক রাজনীতির অপছায়া আর ক্ষমতার লোভে অনেক শিক্ষকই আজ শিক্ষকসুলভ আচরণ করছেন না। তবে সব শিক্ষককে এক পাল্লায় ওজন করাটা বোধহয় ঠিক হবে না। আমি মনে করি, শিক্ষক সমাজ আমাদের আদর্শের প্রতীক। তারা যাতে জাতির সঠিক পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে, দেশে সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শিক্ষকদের ওপর মরিচের গুঁড়া মিশ্রিত গরম পানি নিক্ষেপের ঘটনায় আমরা সত্যিই লজ্জিত। শিক্ষকরা যাতে নির্যাতনের শিকার না হয়, সে ব্যাপারে সরকারকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদেরও অপরাজনীতি ত্যাগ করতে হবে।

মো: মেফতাউল ইসলাম
শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,
imeftaul@yahoo.com